জপজিসাহেব।

বঙ্গানুবাদ।

সাকিম মহল্লা যোগসর ছুটীসঙ্গত, জেলা ভাগলপুর নিবাসী—

শ্রীলালবিহারী সিংহ ক্ষেত্রী কর্ত্তৃক
অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ;
বহরমপুর,—"রাধারমণযন্ত্রে"
শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭, চৈত্র।

জপজিসাহেব।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীলালবিহারী সিংহ ক্ষেত্রী কর্ত্তৃক
অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ ;
বহরমপুর,—"রাধারমণযন্ত্রে"
শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৫, চৈত্র।
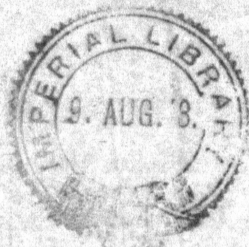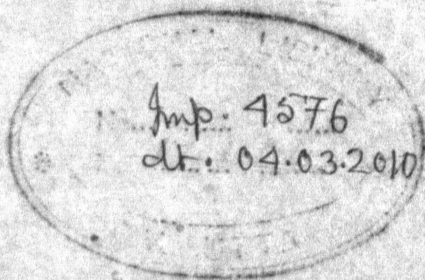
উৎসর্গ।

শিখসম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক “আদিগ্রন্থ”। পজিসাহেব ঐ গ্রন্থের একটী অংশ বিশেষ। ইহা শিখদিগের সর্ব্বদা ধ্যানের বিষয়। গুরু নানকের এইরূপ আদেশ আছে যে, রাত্রি শেষ একপ্রহর অবশিষ্ট থাকিতে শয্যা হইতে গাত্রো-খান পূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগান্তে স্নানান্তর সূচী হইয়া যে এই গ্রন্থের আদেশাবলি একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে, সে এই সাংসারিক ক্লেশ এবং কোন প্রকার কষ্টে নিপতিত হইবে না। অধিকন্তু অন্তিমে অনন্তধামে গমন পূর্ব্বক নির-ঞ্জনের চরণকমল লাভ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে নিমগ্ন হইবে।

পাঞ্জাবপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে গুরু নানকের ধর্ম্মগ্রন্থ জপজিসাহেব, ঐ সমস্ত দেশের ভাষাতে লিখিত হওয়ায় তদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ হইয়াছে। বাঙ্গালা ও আসাম বিভাগে অনেক শিখ এরূপ আছেন যে, ঐ সমস্ত ভাষা জানেন না, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য জপজিসাহেবের মূল, বঙ্গানুবাদ করিয়া আমার নানক-পন্থী ভ্রাতাগণের শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

বিনীত—

শ্রীলালবিহারী সিংহ ক্ষেত্রী

জেলার।

বহরমপুর জেল।
১৩০৭ সাল। চৈত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাপুরুষ নানকসাহেব শিখসম্প্রদায়ের আদি গুরু। গুরুর সত্যধর্ম্মোপদেশ-বাক্যসমূহই জপজিসাহেব। জপজি-সাহেব গ্রন্থ পাঞ্জাবীভাষায় আবিষ্কৃত। গুরুর অনেক শিষ্য আছেন, যাঁহারা সেই ভাষানভিজ্ঞ। সুতরাং জপজিসাহেব গ্রন্থের সারার্থ অবগত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে বড়ই অসুবিধা। আমি সেই অসুবিধা অপনোদনার্থ মুর্শিদাবাদ জেলার ইনে-স্পেক্টিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যে উক্ত জপজিসাহেব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিলাম। আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা এই মহৎ কার্য্য যে সুসম্পন্ন হই-য়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে বাঙ্গালা ও আসাম-দেশবাসী শিখসম্প্রদায়ের এই গ্রন্থ দ্বারা যদি আংশিকও উপ-কার হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

পরে সানুনয়ে নিবেদন এই—যদি বঙ্গানুবাদে কোনরূপ অর্থের ব্যতিক্রম, কিম্বা ভুল অর্থ সংযোজিত হইয়া থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া আমাকে জ্ঞাত করা-ইলে,বারান্তরে তাহা সংশোধন করিয়া দিব। এই গ্রন্থ বঙ্গ ও আসামবাসী শিখসম্প্রদায় এবং যাঁহারা এই ধর্ম্ম মান্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রচারিত হইবে বলিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৵১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলেই অনতিবিলম্বে গ্রন্থ প্রেরিত হইবে।

শ্রীলালবিহারী সিংহ ক্ষেত্রী
জেলার।

বহরমপুর জেল,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

জপজিসাহেব।

বঙ্গানুবাদ।

—⊱❁⊰—

এক ওঁ সত্যনাম করতাপুরুষ নিরভয়।
নিরবৈর অকালমূরতি অযোনীসৈভং
গুরুপ্রসাদি॥ জপ॥

ওঁ। তাঁহার নাম সত্য; তিনি কর্ত্তা, পুরুষ, নির্ভয়, শত্রুহীন কালাতীত, জন্মহীন, স্বয়ম্ভূ; গুরুপ্রসাদে তাঁহাকে পাওয়া যায়॥

আদি সচ্চু যুগাদি সচ্চু হৈ ভী
সচ্চু নানক হোসী ভী সচ্চু॥

তিনি আদি সত্য, যুগাদি সত্য, আছেন সত্য, হইবেন সত্য॥

সোচৈ সোচি ন হোবঈ যে সোচী লখবার।
চুপ্পৈ চুপ ন হোবঈ যে লাইরহাঁ লিবতার॥
ভুখিআঁ ভুখ ন উত্তরী যে বন্নাঁ পুরিয়াঁ ভার।
সহস সিআনপাঁ লখ হোহি ত ইক ন চল্লৈনাল॥
কিব সচিআরা হোইয়ে কিব কূড়ৈ তুট্টে পাল।
হুকম রজাঈ চল্লণা নানক লিখিয়া নাল॥ ১॥

অপবিত্র মনে লক্ষবার শোচনা (ধ্যান, চিন্তা) করিলেও তাঁহাকে ধারণা করা যায় না। আর পাবণ্ড মনে নিরবচ্ছিন্ন মৌনাবলম্বন দ্বারাও তাঁহার ধারণা করা যায় না। আর ক্ষুধিত অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি পৃথিবীর ভার (সামগ্রী) বাঁধিলেও (প্রাপ্ত হইলেও) তাহার ক্ষুধার (পিপাসার) নিবৃত্তি হয় না। আর হাজার লক্ষ পার্থিব চতুরতার একটীও শেষে (অন্তে) সঙ্গে যাইবে না অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে লাগিবে না॥

প্রঃ। সত্যনিষ্ঠ ও পবিত্র কি প্রকারে হইতে পারে? এবং কি প্রকারেই বা মিথ্যার আবরণ উদ্ঘাটিত হয়?

উঃ। হে নানক! পরমেশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায়ের পন্থা অবলম্বন কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে।

হুকমী হোবনি আকার হুকম ন কহিয়া যাঈ।
হুকমী হোবনি জীয় হুকমি মিলৈ বড়ি আঈ॥
হুকমী উত্তমনীচ হুকমিলিখি দুঃখসুখপাঈ অহিঁ।
ইকনা হুকমীবখসীস ইকহুকমীসদাভবাই অহিঁ॥
হুকমৈ অন্দর সভকো বাহর হুকম ন কোই।
নানক হুকমৈ জে বুঝে ত হউমৈঁ কহৈ ন কোই॥ ২॥

তাঁহার আদেশে নানাপ্রকার আকার সৃষ্ট হইয়াছে। এত বুদ্ধি কাহার আছে যে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? তাঁহার আদেশেই উত্তম জীব জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রধানত্ব লাভ করে এবং তাঁহার আজ্ঞাতেই উত্তম ও অধম, সুখ এবং দুঃখ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে, যে প্রকার কার্য্য করিবে, সে সেই প্রকার ফল ভোগ করিবে।

তাঁহার আদেশে কেহ অর্থাৎ সৎকার্য্যকারী পুরস্কার স্বরূপ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ সর্ব্বদাই ভ্রমপথে ভ্রমিত হইয়া অন্য প্রকার ফল ভোগ করে। সমস্তই তাঁহার আজ্ঞাধীন।

হে নানক! যে তাঁহার এই আদেশ বুঝিবে, তাহার কখনও অহংত্ব ও মমত্ব থাকিবে না।

গাবৈ কো তাণু হোবৈ কিসৈ তাণু।
গাবৈ কো দাতি জাণৈ নীসাণু॥
গাবৈ কো গুণ বড়ি আইয়াঁ চার।
গাবৈ কো বিদ্যা বিষম বীচার॥
গাবৈ কো সাজি করৈ তন খেহ।
গাবৈ কো জীয় লৈ ফিরি দেহ॥
গাবৈ কো জাপৈ দিস্মৈ দূরি।
গাবৈ কো বেখৈ হাদরা হদূরি॥
কথনা কথী ন আবৈ তোটি।
কথি কথি কথী কোটী কোটি কোটি॥
দেন্দা দে লৈন্দে থকি পাহিঁ।
জুগা জুগান্তরি খাহী খাহিঁ॥
হুকমী হুকম চলায়ে রাহ।
নানক বিগসৈ বে পরবাহ॥ ৩॥

কাহার এমন সামর্থ্য যে তাঁহার কুদ্‌রত অর্থাৎ শক্তির সম্পূর্ণ বর্ণন কিম্বা দাতব্য, কীর্ত্তি, গুণ, প্রভুত্ব এবং কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে?

তিনি কেন শরীর প্রস্তুত করেন, ধ্বংশ করেন ও পুনরায় জীবিত করেন, কাহার এত বিদ্যা আছে যে এই গুঢ়ত্ব বিচার করিতে পারে?

কে তাঁহাকে দূরস্থ কহিতে পারে? এবং কেই বা তাঁহাকে সমীপে দেখিতে পায়?

তাঁহার এত অপার মহিমা, যতই স্তব স্তুতি হউক না কেন, তাঁহার তুলনায় অতি অল্পই বলা যায়। তাঁহার দাতব্য এমনই অন্তহীন, যে গ্রাহক তৃপ্ত হইয়া যান আর অনেক যুগ ভোগ করিতে থাকেন। তিনি আনন্দ স্বরূপ, সকলের উপরই অনুকূল থাকেন। সকলকেই নিয়মাবদ্ধ করিয়া চালান। আর নিজে নিরাকাঙ্ক্ষ ও আনন্দময় থাকেন।

সাচা সাহিব সচ্চু নাই ভাখিয়া ভাউ অপার।
আখহিঁ মঙ্গহিঁ দেহি দেহি দাতি করে দাতার॥
ফেরি কি অগ্গৈ রক্খিয়ৈ জিতু দিস্সৈ দরবার।
মুহোঁ কি বোলণু বোলিয়ৈ জিতু সুনি ধরে পিআর॥
অমৃত বেলা সচ্চু নাউ বড়িআঈ বীচারু।
করমী আবৈ কপড়া নদরী মোখ দুআরু॥
নানক এবৈ জাণিয়ৈ সভ আপে সচিআর॥ ৪॥

তিনি সত্য, তাঁহার নাম সত্য, ভাষা তাঁহার অপার প্রেম প্রকাশ করে। লোক সকল সর্ব্বদা দাও দাও বলিয়া যাজ্ঞা করিতেছে, দাতাও (তিনিও) উৎকৃষ্টতর জিনিস দান করিতেছেন।

প্রঃ। এমন কোন্ জিনিস তাঁহার সম্মুখে নজর স্বরূপ রাখা যায় যে, যাহাতে সেই দরবার দেখা যায়? আর মুখ হইতে কোন্ বুলি বলিলে তাঁহার ভালবাসা পাওয়া যায়?

উঃ। প্রত্যূষে সত্য (পবিত্র) নামের বিচার ও ধ্যান করা। যে যেমন কার্য্য করে, সে তদনুযায়ী শরীর ধারণ করে। (ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নজর আর কি হইতে পারে?) আর মুখ দ্বারা তাঁহার পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই তাঁহার ভালবাসা স্বরূপ মুক্তি লাভ হয়। হে নানক! তাঁহাকে এইরূপই জানিবে।

থাপিয়া ন জাই কীতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই॥
জিনি সেবিয়া তীনি পাইয়া মান।
নানক গাবিয়ে গুণী নিধান॥
গাবিয়ে সুণিয়ে মন রখিয়ে ভাউ।
দুখ পর হরি সুখ ঘর লৈ জাই॥

গুরুমুখ নাদং গুরুমুখ বেদং গুরুমুখ রহিয়া সমাঈ।
গুরু ঈসর গুরু গোরখ ব্রহ্মা গুরু পারবতী মাঈ ॥
জে হউঁ জাণা আখা নাহীঁ কহণা কথন ন জাঈ।
গুরাঁ ইক দেহি বুঝাঈ সভনাঁ জিয়াঁকা ইকুদাতা
সো মৈঁ বিসরন জাঈ ॥ ৫ ॥

তাঁহাকে স্থাপন করা যায় না ; কেহ তাঁহাকে সৃজন করে নাই। মায়াতীত প্রেমাত্মা যে বিরঞ্জন, তিনি স্বয়ম্ভূ। যে সেবা করে, সেই মান ও আদর প্রাপ্ত হয়। হে নানক! সেই গুণনিধানের গান কর, তাঁহার গান করিলে, শুনিলে ও মনে মনে তাঁহারই প্রেম রাখিলে দুঃখ দূর হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয়।

গুরুর মুখেই নাদ ও গুরুর মুখেই বেদ আছে। আর তিনি গুরুর মুখেই প্রবিষ্ট (অধিষ্ঠিত) আছেন।

গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা এবং উহাদের তিন শক্তি, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী। অর্থাৎ এই সকল গুণ যাহাতে আছে, সেই গুরু। এক ঈশ্বর ভিন্ন এই সকল গুণ অন্য কাহারও থাকিবার সম্ভব নাই, সুতরাং তিনিই এক গুরু। যে এই ভেদ বিষয় বুঝিয়াছে, সেও ইহা প্রকৃষ্টরূপ বর্ণন করিতে অক্ষম। তবে গুরু এই কহিতেছেন, আমার মনে এই এক দৃঢ় বিশ্বাস যে সকল পৃথিবীর ও সকল জীবের প্রতিপালন কর্ত্তাই এক ঈশ্বর। তাঁহাকে আমি ভুলিতে পারিব না।

তীরথ নাবাঁ জে তিস্থ ভাবাঁ বিণ ভাণে কি নাই করী।
জেতী সিরঠি উপাঈ বেথাঁ বিণ করমাঁ কি মিলৈলঈ ॥
মতিবিচিরতন জবাহরমাণিক জেইক গুরুকী সিখসুণী।
গুরাঁ ইক দেহি বুঝাঈ সব না জিয়াঁকা ইক দাতা
সো মৈঁ বিসরি ন জাঈ ॥ ৬ ॥

সত্যনিষ্ঠ ও ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তীর্থে স্নান করিলেই তাহার স্নানের সফলতা হয়। যত প্রকার সৃষ্টির উপায় (অর্থাৎ পৃথিবীস্থ অনেক পদার্থই) দেখিলাম, কর্ম্ম অর্থাৎ সৎকার্য্য ভিন্ন কেহই তাঁহাকে পাইতে পারে না।

একমাত্র গুরুর আজ্ঞা অনুসারে চলাই রত্নতুল্য শ্রেষ্ঠবুদ্ধি। গুরু এই এক কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন, সমস্ত জীবেরই কর্ত্তা এক। তাঁহাকে আমি ভুলিতে পারিব না।

জে জুগ চারে আরজা হোর দসূণী হোঈ।
নবাঁ খণ্ডাঁ বিচি জাণিয়ে নালি চলে সভ কোঈ॥
চঙ্গা নাঁউ রখাই কৈ জস কীরতি জগ লেই।
জে তিস্থ নদরি ন আবঈ তা বাত ন পুচ্ছৈ কোঈ॥
কীটা অন্দর কীট কর দোসী দোস ধরে।
নানক নিরগুণ গুণ করে গুণবন্তিয়াঁ গুণ দে॥
তেহা কোই ন সুঝঈ জে তিসু গুণ কোই করে॥ ৭॥

যোগ করিয়া যে চারিযুগ পরিমাণ পরমায়ু লাভ করে অথবা তাহার আরও দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া লয় এবং নয়খণ্ড পৃথিবীর মধ্যে যে যশস্বী হয়, সমস্ত লোকই তাহার সঙ্গে চলে এবং তাহার সুনাম করিয়া যশঃ করে; যে পর্যান্ত তাহার এই বুদ্ধি না আসিবে যে পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম ততদিন সে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। তাঁহার ইচ্ছায় পাপী কীটমধ্যেও কীট এবং দোষীর মধ্যেও দোষী বলিয়া গণ্য হয়। কারণ যোগের ফল অবিনাশী নহে, ফল না হইলে পুনরায় কীটযোনী লাভ করিতে হইবে। পরমেশ্বর দোষ দেখেন। প্রধানত্বের জন্ত যোগ করিয়াছে, তাহা হইয়াছে, কিন্তু পর ব্রহ্মকে ত দেখে নাই? সেই জন্ত কীটযোনী লাভ হইয়াছে।

হে নানক! তিনি নির্গুণকে গুণ দেন ও গুণবানকেও গুণ দান করেন। চক্ষুতে এমন দেখা যায় না যে তাঁহার সদৃশ গুণ করিতে পারে।

জ্ঞান চারি প্রকার। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার। ঐ চারি প্রকার জ্ঞানের অর্থাৎ যাহা ভিন্ন মুক্তি হয় না, তাহারই বর্ণন হইতেছে।

সুণিয়ে সিদ্ধ পীর সুর নাথ।
সুণিয়ে ধরতী ধবল আকাশ॥
সুণিয়ে দীপ লোয় পাতাল।

সুণিয়ে পোহি ন সক্কে কাল ॥
নানক ভগতাঁ সদা বিগাস।
সুণিয়ে দূখ পাপ কা নাশ ॥ ৮ ॥

গুরুশাস্ত্র বচন শ্রবণ করিলে সিদ্ধ, পীর (দেবতা) ও নাথ (যোগী) আদি হয়।

সেই নাম শ্রবণে পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই নাম শ্রবণে দ্বীপ, লোক ও পাতাল হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে কালও (মৃত্যু যম) স্পর্শ করিতে পারে না।

হে নানক! ভক্তগণ সর্ব্বদাই বিকাশিত (আনন্দিত), তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে দুঃখ ও পাপ নাশ হয়।

সুণিয়ে ঈসর বরহ্মা ইন্দ।
সুণিয়ে মুখ সালাহণ মন্দ ॥
সুণিয়ে জোগ জুগতি তন ভেদ।
সুণিয়ে সাসত সিমৃতি বেদ ॥
নানক ভগতাঁ সদা বিগাস।
সুণিয়ে দূখ পাপ কা নাস ॥ ৯ ॥

তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়া শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে অসৎ লোকও তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকে। তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে যোগ, যুক্তি ও শরীরের ভেদ জানা যায়। তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে শাস্ত্র, স্মৃতি ও বেদের ভেদ (সার মর্ম্ম) অবগত হওয়া যায়।

হে নানক! তাঁহার ভক্তগণ সর্ব্বদাই বিকাশিত (আনন্দিত), তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে দুঃখ ও পাপের নাশ হয়।

সুণিয়ে সত সন্তোষ গিয়ান।
সুণিয়ে অঠসঠি কা ইসনান ॥

সুণিয়ে পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান।
সুণিয়ে লাগৈ সহজি ধিয়ান ॥
নানক ভগতাঁ সদা বিগাস।
সুণিয়ে দুখ পাপ কা নাস ॥ ১০ ॥

তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে সত্য, সন্তোষ ও জ্ঞান লাভ হয়। তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে আটষট্টি তীর্থযাত্রার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে মান ও যশো লাভ হয়। তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে সহজেই যোগ সিদ্ধ হয়।

হে নানক! ভক্তগণ সর্ব্বদাই বিকাশিত (আনন্দিত), তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে পাপের নাশ হয়।

সুণিয়ে সরাঁ গুণাঁ কে গাহ।
সুণিয়ে সেখ পীর পাৎসাহ ॥
সুণিয়ে অন্ধে পাবহিঁ রাহ।
সুণিয়ে হাথ হোবৈ অসগাহ ॥
নানক ভগতাঁ সদা বিগাস।
সুণিয়ে দুখ পাপ কা নাস ॥ ১১ ॥

তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলেই সরোবরের গুণ হইতে সমুদ্র হওয়া যায়। তাঁহার পবিত্র নামের গুণেই সেখ (প্রধান) পীর (দেবতা গুরু) পাতসাহ (সর্ব্ব প্রধান রাজা) হওয়া যায়।

তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে অন্ধ (তত্ত্বজ্ঞানশূন্য) রাস্তা (আলো) প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে অথা (অতল) থা (তলস্পর্শ) হয়।

হে নানক! তাঁহার ভক্তগণ সর্ব্বদাই বিকাশিত (আনন্দিত), তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে পাপের নাশ হয়।

মন্নে কী গতি কহী ন জাই।
জে কো কহৈ পীছৈ পছতাই ॥

কাগদ কলম ন লিখণ হার।
মন্নে কা বহি করন বিচার॥
এসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মনি জাণে মনি কোই॥ ১২॥

গুরুর উপদেশ যে বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লয়, তাহার যাহা প্রাপ্তি হয়, তাহা প্রকাশ করা যায় না। যে বলিতে চেষ্টা করে, সে পশ্চাতে ক্ষুব্ধ হইবে। কেননা এমন কাগজ নাই, কলম নাই ও লিখক নাই যে মান্যের ফল লিখিয়া শেষ করিতে পারে। নাম এইরূপ নিরঞ্জন, যে মনের মধ্যে বিশ্বাস করিয়া মান্য করে, সে এই নামের গুণেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। এরূপ লোক কজন আছে?

মন্নৈ সুরতি হোবৈ মন বুদ্ধি!
মন্নৈ সগল ভবন কী সুধি॥
মন্নৈ মুহিঁ চোটা ন খাই।
মন্নৈ জমকে সাথ ন জাই॥
এসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মনি জাণৈ মনি কোই॥ ১৩॥

তাঁহার নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) মন ও বুদ্ধির ময়লারূপ আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) সকল ভুবনের শুদ্ধি লাভ হয়। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) মুখে যমদণ্ডের আঘাত খায় না। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) যমের সঙ্গে যাইতে হয় না। নিরঞ্জনের নাম এমনই হয় যে, যে মানিয়া (বিশ্বাস করিয়া) লয়, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এরূপ লোক কজন আছে।

মন্নৈ মারগি ঠাক ন পাই।
মন্নৈ পতি সিউ পরগট জাই॥

মন্নৈ মগু ন চল্লৈ পন্থু।
মন্নৈ ধরম সেতী সন বন্ধু॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মনি জাণৈ মনি কোই॥ ১৪॥

তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) রাস্তা ঠেকে না অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাস্তা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) মানের সহিত প্রকট হওয়া যায়।

তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) মথের (আনন্দের) সহিত পথ চলিতে পারা যায়। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) ধর্ম্মের সহিতই তাহার সম্বন্ধ হয়, অধর্ম্মে মন ধাবিত হয় না। নিরঞ্জনের নাম এমনই হয় যে, যে মানিয়া (বিশ্বাস করিয়া) লয়, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। এমন লোক কজন আছে?

মন্নৈ পাবহিঁ মোখ দুআর।
মন্নৈ পরবারৈ সাধার॥
মন্নৈ তরৈ তারৈ গুরু সিখ।
মন্নৈ নানক ভবহি ন ভিখ॥
এসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মনি জাণৈ মনি কোই॥ ১৫॥

তাঁহার পবিত্র নাম মানিলেই (বিশ্বাস করিলেই) সপরিবারে মোক্ষদ্বার লাভ করিতে পারা যায়। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) আপনাকে ও শিষ্যদিগকে ত্রাণ করিতে পারা যায়। তাঁহার পবিত্র নাম মানিলে (বিশ্বাস করিলে) দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় না। নিরঞ্জনের নাম এইরূপ হয় যে, যে মানে (বিশ্বাস করে), সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। এরূপ লোক কজন আছে?

পঞ্চ পরবাণ পঞ্চ পরধান।
পঞ্চে পাবহি দরগহ মান॥

পঞ্চে সোহহিঁ দরি রাজান। পঞ্চা কা গুরু এক ধিয়ান॥ জে কো কহৈ করৈ বিচার। করতে কে করণৈ কা নহী সুমার॥ ধৌল ধরম দয়া কা পূত। সন্তোষ থাপি রখিয়া জিন সূত॥ জে কো বুঝৈ হোবে সচিয়ার। ধবলৈ উপর কেতা ভার॥ ধরতী হোরু পরৈ হোরু হোরু। তিসতে ভার তলৈ কবণ জোর॥ জীঅ জাতি রঙ্গা কে নাব। সভনা লিখিয়া বুড়ী কলাম॥ যহ লেখা লিখি জাণৈ কোই। লেখা লিখিয়া কেতা হোই॥ কেতা তাণ সুআলিহু রূপ। কেতী দাতি জাণৈ কউণ কুত॥ কীতা পসাউ একো কবাউ। তিসতে হোএ লখ দরিয়াউ॥ কুদরত কবণ কহা বীচার। বারিয়া ন জাবাঁ এক বার॥ জো তুধ ভাবৈ সাঈ ভলী কার। তু সদা সলাসত নিরঙ্কার॥ ১৬॥

স্বর্গে সত্বগুণী প্রমাণ, সত্বগুণী প্রধান, সত্বগুণী তাঁহার নিকটে মান প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হন এবং রাজার দ্বারে (ঈশ্বরের নিকট) শোভা প্রাপ্ত হন। সত্বগুণীর এক ঈশ্বরের উপরই ধ্যান হয়। যে কেহ এই কথার (ঈশ্বরের) বিচার করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহার গণনা করিতে পারে না। ধর্ম্মরূপী যে ষাড় সে দয়ার সন্তান অর্থাৎ উজ্জল ধর্ম্ম দয়া হইতেই উৎপন্ন হয় এবং সেই ষাড় সন্তোষরূপ সূত্রে আবদ্ধ। যেহেতু যেখানে দয়া ও সন্তোষ নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই। যে এই তত্ব বুঝিতে পারে সেই মহাপুরুষ (ঈশ্বর)। সেই ধর্ম্মরূপী ষাড়ের উপর পৃথিবী আছে। তাহা হইলে ষাড় কোথায় আছে? যদি ষাড় দ্বিতীয় পৃথিবীর উপর থাকে, তবে সে পৃথিবী কিসের উপর আছে? এখানে এই তত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, যে ঈশ্বরের মহিমাই সকল ভার বহন করিতেছে। জীব, জাতি ও রংয়ের নাম তাঁহারই কলমে লিখিত, এইরূপ লিখা কে লিখিতে পারে? এই অসংখ্য জীব, জাতি ও রংয়ের কত গুণ (সংখ্যা) তাহা এবং তাঁহার দাতব্যের কুত (সংখ্যা) কে বলিতে পারে? তাঁহার এক আজ্ঞায় এত প্রশার করিয়া

দিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞায় লক্ষ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার কোন্ কুদরৎ (শক্তি) বিচার করা যায়? অথবা তাঁহার একমাত্র ইচ্ছায় (মায়ায়) লক্ষ লক্ষ নদীর জলপ্রবাহের মত সৃষ্টির প্রসার হইয়াছে। কে তাঁহার মহিমার বিচার করিতে পারে? তিনি এত সৃষ্টি করিয়াছেন যে, একবারও তাঁহার বর্ণন করা যায় না।

হে স্বামিন্! যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, সেই উৎকৃষ্টতর। হে নিরঙ্কার! তুমি সর্ব্বদাই বজায় থাকিবে।

অসঙ্খ জপ অসঙ্খ ভাউ। অসঙ্খ পূজা অসঙ্খ তপতাউ॥ অসঙ্খ গরন্থ মুখ বেদ পাঠ। অসঙ্খ যোগ মন রহহি উদাস॥ অসঙ্খ ভগত গুণ গিআন বীচার। অসঙ্খ সতী অসঙ্খ দাতার॥ অসঙ্খ সূর মুহ ভখসার। অসঙ্খ মৌনী লিব লাই তার॥ কুদরত কবণ কহা বীচার। বারিয়া ন জাবাঁ একবার॥ জো তুধু ভাবৈ সাঈ ভলীকার। তু সদা সলামত নিরঙ্কার॥ ১৭॥

তাঁহার জপ ও প্রেম অসংখ্য। অসংখ্য, পূজা করিয়া; অসংখ্য, তপস্যার তাপ সহ্য করিয়া; অসংখ্য, মুখে গ্রন্থ আরবেদ পাঠ করিয়া; অসংখ্য, মনে যোগ করিয়া উদাস আছে। অসংখ্য ভক্ত, ঈশ্বরের গুণ ও জ্ঞান বিচার করেন, অসংখ্য লোক, সত্যে ও অসংখ্য, দাতব্যে আছেন। অসংখ্য শূর আছে, যে মুক্তির আশায় তরবারির আঘাত সহ্য করিতেছে। অসংখ্য নিরবচ্ছিন্ন মৌনী হইয়া আছে। তাঁহার কোন্ শক্তি কে বিচার করিতে পারে? তাঁহার শক্তি একবারও বর্ণন করিতে পারা যায় না।

হে স্বামিন্! যাহা তোমার ইচ্ছা, সেই উৎকৃষ্টতর। হে নিরঙ্কার! তুমি সর্ব্বদাই বজায় থাকিবে।

অসঙ্খ মূরখ অন্ধ ঘোর। অসঙ্খ চোর হরাম খোর॥ অসঙ্খ অমর কর জাহিঁ জোর। অসঙ্খ গল বড় হত্তিয়া কমাহিঁ॥ অসঙ্খ পাপী পাপ কর জাহিঁ। অসঙ্খ কূড়িআর

কূড়ে ফিরাহিঁ ॥ অসঙ্খ মলেছ মল ভখ খাহিঁ। অসঙ্খ নিন্দক সির করহিঁ ভার ॥ নানক নীচ কহৈ বীচার। বারিয়া ন জাবাঁ এক বার ॥ জো তুধু ভাবে সাঈ ভলীকার। তূ সদা সলামত নিরঙ্কার ॥ ১৮ ॥

অসংখ্য মূর্খ ঘোর অন্ধকারে আছে। অসংখ্য হারামখোর চোর আছে। অসংখ্য, জবর দস্তী (যাহারা অন্যকে পীড়া দিয়া জোর করিয়া কাড়িয়া লয়) করিয়া খায়। অসংখ্য অন্যের গলা কাটিয়া নিজের উপর পাপভার লইয়াছে। পাপ করিয়া খায় এরূপ পাপী অসংখ্য। অসংখ্য মিথ্যাবাদী মিথ্যাতেই ভ্রমণ করে। অসংখ্য ম্লেচ্ছ খারাপ খাদ্য খাইয়া থাকে। অসংখ্য নিন্দক অন্যের নিন্দা করিয়া তাহার পাপভার মস্তকে বহন করিতেছে। হে নানক! এ সব নীচ লোককেও তিনিই পালন করিতেছেন। হে গোবিন্দ! তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচার করিতে সক্ষম হই না। হে স্বামিন্! যাহা তোমার ইচ্ছা, সেই উৎকৃষ্টতর। হে নিরঙ্কার! তুমি সর্ব্বদাই বজায় থাকিবে।

অসঙ্খ নাব অসঙ্খ থাঁব। অগম অগম অসঙ্খ লোয় ॥ অসঙ্খ কহহি সির ভার হোই। অখরী নামু অখরী সালাহ ॥ অখরী জ্ঞান গীত গুণ গাহ। অখরী লিখণ বোলণ বাণি ॥ অখরাঁ সির সংযোগ বখাণি। জিন যহ লিখে তিসু সির নাহি ॥ জিব ফরমায়ে তিব তিব পাহি। জেতা কীতা তেতা নাউ ॥ বিণ নাবে নাহী কো থাঁউ। কুদরত কবণ কহা বীচার ॥ বারিয়া ন জাবাঁ এক বার। জো তুধু ভাবে সাঈ ভলীকার ॥ তূ সদা সলামত নিরঙ্কার ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বরের অসংখ্য নাম আছে, অসংখ্য স্থান আছে, অসংখ্য লোক আছে। এই অসংখ্য বলাতেও শির উপর ভার (দোষ) পাইতেছে।

অসংখ্য, মাথা নোয়াইয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিতেছে, অক্ষর দ্বারা তাঁহার নাম লিখিতেছে, প্রশংসা করিতেছে, জ্ঞান (ঈশ্বরতত্ত্ব) লাভ

করিতেছে, গীত ও গুণগান করিতেছে, আর লিখিতেছে, বলিতেছে ও বক্তৃতা করিতেছে। যাহার কপালে যাহা লিখা আছে, সে সেইরূপ কার্য্য করিতেছে। কিন্তু যিনি কপালে লিখিয়াছেন, তাঁহার কপালে কিছুই লিখা নাই। তিনি যেমন যেমন হুকুম করেন, লোকে তেমন তেমনই পায়। তিনি যত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহারই নাম মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতেছে। এমন কোন স্থান নাই যেখানে নাম নাই। তাঁহার কোন্ শক্তি কে বিচার করিতে পারে? তাঁহার শক্তি একবারও বর্ণন করিতে পারা যায় না।

হে স্বামিন্! যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহাই উৎকৃষ্টতর। হে নিরঙ্কার! তুমি সদাই বজায় থাকিবে।

ভরিয়ে হথু পৈর তন দেহ। পাণী ধোতৈ উতরস্থ খেহ॥ মূত পলীতী কপ্পড় হোই। দে সাবুণ লঈয়ে উহু ধোই॥ ভরিয়ে মতি পাপাঁ কৈ সঙ্গ। উহু ধোপৈ নাবৈ কে রঙ্গ॥ পুন্নী পাপী আখণ নাহি। করি করি করণা লিখি লৈ জাহি॥ আপে বীজি আপে হী খাঁহি। নানক হুকমী আবহিঁ জাহিঁ॥ ২০॥

হাত, পা প্রভৃতি শরীর ময়লা হইলে জল দ্বারা ধৌত করিলে পরিষ্কার হয়। প্রস্রাব দ্বারা কাপড় দূষিত হইলে সাবান দ্বারা তাহা পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু যদি পাপ করিয়া মতি মলিন হয়, তবে ঈশ্বরের পবিত্র নাম ভিন্ন আর কিছুতেই বিশুদ্ধ হয় না।

পাপ ও পুণ্য মুখের কথা নহে। যে যেমন কার্য্য করে, সেই কার্য্যের ফল স্বরূপ লিখনী ঈশ্বরের নিকট যায়। যে বীজ বপন করিবে, সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। হে নানক! তাঁহারই হুকুমে যাতায়াত হয়।

তীরথ তপ দয়া দত দান। জে কো পাবৈ তিলকা মান॥ সুনিয়াঁ মঁনিয়া মনকীতা ভাউ। অন্তর গতি তীরথ মল নাউ॥ সভ গুন তেরে মৈ নাঁহীঁ কোই। বিণগুন কীতে ভগতি ন হোই॥ সুঅসতিআখি বাণী বরমাউ। সতি সুহাঁনু সদা মন

চাউ ॥ কবণ সুবেলা বখত কবণ। কবণ থিতি কবণ বার ॥ কবণসি রুত্তী মাহ কবণ। জিত হোআ আকার ॥ বেল ন পাইয়া পণ্ডিতী। জে হোবৈ লেখ পুরাণ ॥ বখত ন পাইউ কাদিয়া। জে লিখণ লেখ কুরাণ ॥ থিতি বার ন জোগী জাণৈ। রুতি মাহ ন কোঈ ॥ জা করতা সিরঠী কো সাজে। আপে জাণৈ সোঈ ॥ কিবকরি আখাং কিবসালাহী। কিব বরণী কিব জাণাঁ ॥ নানক আখণ সভকো আখৈ। ইক দূ ইক সিয়াণা ॥ বড়া সাহিব বড়ী নাঈঁ। কীতা জাকা হোবৈ ॥ নানক জ কো আপৈ জাণৈ। অগৈ গইয়া ন সাহৈ ॥ ২১ ॥

তীর্থ, তপ, দয়া ও দান করা, এই সকলের ফল তীলমাত্র। যাঁহারা তাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ করেন, মানেন ও মনের ভিতরে প্রেম করেন, তাঁহাদের অন্তরেই তীর্থ ইত্যাদি প্রাপ্তির কার্য্য হয়। সমস্ত গুণই তোমার আমি কিছুই নই।

সৎ গুণ অর্থাৎ নম্রতা ইত্যাদি গুণ ভিন্ন ভক্তি হয় না। ব্রহ্মবচনই স্বস্তি। সেই বাণীই সত্য। সত্যই সুন্দর (প্রিয়), আমার মন সর্ব্বদাই তাহাকে চাহে।

প্রঃ। যখন আকার (জীব) সৃজিত হইয়াছিল, তখন বেলা কতক্ষণ হইয়া-হইয়াছিল, কোন্ তিতি, কোন্ বার, কোন্ ঋতু ও কোন্ মাস ছিল?

উঃ। যে পণ্ডিতগণ পুরাণ ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার সময় জানিতে পারেন নাই। কাজিরা অর্থাৎ যাঁহারা কোরাণের বিচার করেন, তাঁহারাও পারেন নাই। তিথি, বার, ঋতু, মাস প্রভৃতি যোগীরাও জানেন না, কিম্বা আর কেহও জানেন না। যে কর্ত্তা সৃষ্টিকে সাজাইয়াছেন, সেই কর্ত্তাই জানেন।

প্রঃ। কেমন করিয়া তাহার বর্ণন করিব? কেমন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিব? কেমন করিয়া তাঁহাকে জানিব?

উঃ। হে নানক! সকল লোকই বর্ণন করিয়া আপনার চতুরতা দেখায় যে অন্যের চেয়ে ভাল বলিয়াছি। ঈশ্বর বড় কর্ত্তা, তাঁহার নাম বড়,

তাঁহারই সমস্ত সৃষ্টি। হে নানক! যে আপনাকে অভিজ্ঞ বলিয়া কিছু মনে করে, সে অগ্রগামী হইতে পারে না।

উড়ক উড়ক ভাল থকে বেদ কহনি ইকবাতু।
সহস অঠারহ কহনি কতেবাঁ অসলু ইকধাতু॥
লেখা হোই ত লিখিয়ে লেখে হোই বিণাসু।
নানক বড়া আখিয়ে আপে জাণৈ আপু॥ ২২॥

পাতালের নীচে লক্ষ পাতাল এবং আকাশের উপর লক্ষ আকাশ, বিদ্যা দ্বারা পণ্ডিতগণ ও যোগ দ্বারা যোগিগণ অন্ত না পাইয়া পরাস্ত হইয়া যাইতেছেন। বেদ বলেন, যে এক পরমাত্মাই অদ্বিতীয়, আর কেহই নাই। ১৮০০০ আঠার হাজার পৃথিবীর কথা গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু আসল এক ধাতু অর্থাৎ পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। (সকলের কর্ত্তাই ঈশ্বর)। লিখিবার যোগ্য হইলে লিখিতে পারা যায়। অর্থাৎ যাহার অন্ত আছে, তাহা লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারা যায়। যে নিজেই অনন্ত, তাহার আর লিখিয়া কি অন্ত করিবে? হে নানক! তাঁহাকে যত বড়ই বল, তাঁহার প্রাধান্য, তিনিই জানেন।

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাইয়া।
নদিয়াঁ অত্তে বাহ পবহিঁ সমুন্দ ন জাণিঅহিঁ॥
সমুন্দ সাহ সুলতান গিরহাঁ সেতী মালুধন।
কীড়ীতুলিন হোবনী জেতিসু মনহু ন বীসরহি॥ ২৩॥

অবিরত প্রশংসাতেও কেহ তাঁহার অন্ত পান নাই। কেননা, নদী ইত্যাদি যে সমুদ্রে পতিত হয়, তাহারাও সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করিতে পারে না; পরন্তু তদ্রূপই ধারণ করে। সমুদ্র সদৃশ সাহা সুলতান, তাহার গৃহস্থলী, মান, ধন প্রভৃতি পর্ব্বত প্রমাণ হইলেও, যদি তাঁহাকে স্মরণ না করে, তবে কীটের তুল্য।

অন্য প্রকার—অদ্বিতীয় রাজা, সংসার, ধন ইত্যাদি পর্ব্বত প্রমাণ হইলেও, যদি তোমাকে মনে মানে, তবে সে সমস্ত ঐশ্বর্য্যকেই কীট তুল্য মনে করে।

অন্তু ন সিফতী কহণি ন অন্তু। অন্তু ন করণৈ দেণ ন অন্তু॥ অন্তু ন বেখণি সুণনি ন অন্তু। অন্তু ন জাপে কিয়া মনিমন্তু॥ অন্তু ন জাপৈ কীতা আকারু। অন্তু ন জাপৈ পারা বারু॥ অন্ত কারণি কেতে বিললাহিঁ। তাকে অন্ত ন পায়ে জাহিঁ॥ যেহু অন্তু ন জাণৈ কোই। বহুতা কহিয়ে বহুতা হোই॥ বড়া সাহিব ঊচা থাঁউ। ঊচে ঊপরি ঊচা নাঁউ॥ যে বড় ঊচা হোবৈ কোই। তিস ঊচৈ কউ জাণৈ সোই॥ জে বড়ু আপি জাণৈ আপি আপি। নানক নদরী করমী দাতি॥ ২৪॥

তাঁহার মহিমার অন্ত নাই। তাঁহার মহিমার বক্তৃতারও অন্ত নাই অর্থাৎ বক্তৃতা করিয়া তাঁহার মহিমার অন্ত করা যায় না। তাঁহার করণী শক্তির অন্ত নাই, দাতব্যেরও অন্ত নাই। যাহা কর্ণে শ্রবণ ও চক্ষু দ্বারা দর্শন করি, তাহারও অন্ত নাই। আর পরমেশ্বরের মনের অন্তও জানা যায় না।

পরমেশ্বর সৃষ্টি কিসের তৈয়ার করিয়াছেন, কোন্ পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়াছেন ও কি নিমিত্ত তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার অন্তের কিনারা নাই। কত লোক তাঁহার অন্ত পাইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কেহই তাঁহার অন্ত পাইল না। আর এই অন্ত কেহ জানে নাই ও জানিবে না। যত বলিবে, ততই বিস্তার হইবে।

পরমেশ্বর সকলের চেয়ে উচ্চ। আর তাঁহার নাম উত্তম হইতেও উত্তম। যে তাঁহার মত উচ্চ হইবে, সেই তাঁহাকে জানিবে। তিনি যে কত বড়, তাহা তিনিই জানেন।

হে নানক! তাহার নজরে আর নিজের কর্ম্মে বুঝিতে (জানিতে) পারা যায় না।

বহুতা করমু লিখিয়া ন জাই। বড়া দাতা তিলু ন তমাই॥ কেতে মঙ্গহি জোধ অপার। কেতিয়াঁ গণত নহীঁ বীচার॥ কেতে খপি তুটহি বেকার। কেতে লৈ লৈ মুকর পাহি॥

কেতে মূরখ খাহীঁ খাহিঁ। কেতিয়াঁ দুখ ভুখ সদভার॥ যহ ভী দাতি তেরী দাতার। বন্দি খলাসী ভাণৈ হোই॥ হোরু আখি ন সকৈ কোই। জে কো খাই কু আখনি পাহি॥ উহু জাণৈ জেতীয়াঁ মুহি খাই। আপে জাণৈ আপে দেই॥ আখহি সিভি কেঈ কেঈ। জিসনূ বখসে সিফতি সালাহ॥ নামক পাতিসাহী পাতিসাহ॥ ২৫॥

তাঁহার দাতব্যের বিষয় কেহ লিখিতে পারে না। (অর্থাৎ অন্ত নাই)। তিনি বড় দাতা, তাঁহার দাতব্যের সঙ্কোচ নাই। কত অপার যোদ্ধা তাঁহার কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছে। আর কত অসৎ কর্ম্মী ও যাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করে না, তাহারাও পরে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে। কত লোক ক্লান্ত হইয়া যায়, কত লোক প্রাপ্ত হইয়া (দাতব্যের ফল) তাঁহাকে স্মরণ করে না। কত মূর্খ আছে যে কেবল আহার নিদ্রাসার বিবেচনায় তাঁহার নাম স্মরণ করে না। আর কত এমন আছে যে শরীরে কখনও সুখ নাই, উদর পূর্ণ করিয়া আহারও প্রাপ্ত হয় না। অনাহারের ক্লেশ ও শারীরিক অস্বাস্থ্য, হে দাতা! ইহাও তোমারই দাতব্যের মধ্যে গণ্য। বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ তোমারই আদেশে হইয়া থাকে, ইহার পর দ্বিতীয় কথা বলিতে আর কেহ সক্ষম হয় না। যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তাহাই বলিতে পারে। কাহার কি আবশ্যক, তাহা তিনিই জানেন ও তিনিই দান করেন। এই গূঢ়ব্যাপার খুব কম লোকেই বুঝিতে পারে। যাহার উপর তাঁহার দয়া দৃষ্টি পড়ে, তাহাকে নাম লইবার পুরস্কার দান করেন। সে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

অমুল গুণ অমুল বাপার। অমুল বাপারিয়ে অমুল ভাণ্ডার॥ অমুল আবহিঁ অমল লৈ জাহিঁ। অমুল ভাই অমুল সমাহিঁ॥ অমুল ধরমু অমুল দীবাণু। অমুল তুলু অমুল পরবাণু॥ অমুল বখসীস অমুল নীসাণু। অমুল করমু অমুল ফুরমাণ॥ অমুলো অমুল অখিয়া ন জাই। আখি আখি রহে লিবলাই॥ আখহি

বেদ পাঠ পুরাণ। আখহিঁ পঢ়েঁ করহিঁ বখিয়ান॥ আখহিঁ বরমে আখহিঁ ইন্দু। আখহিঁ গোপী তে গোবিন্দ॥ আখহিঁ ঈসর আখহিঁ সিধ। আখহিঁ কেতে কীতে বুধ॥ আখহিঁ দানব আখহিঁ দেব। আখহিঁ সুরি নর মনিজন সেব॥ কেতে আখহিঁ আখণি পাহি। কেতে কহি কহি উঠি উঠি জাহিঁ॥ ঈতে কীতে হোরি করেহি। তা আখিন সকহি কেই কেই॥ জে বড় ভাবৈ তে বড় হোঈ। নানক জাণৈ সাচা সোই॥ জে কো আখৈ বোলু বিগাড়। তা লিখিয়ে সির গাবার। গাবার॥ ২৬॥

তাঁহার গুণ ও ব্যাপার অমূল্য। তাঁহার অমূল্য ব্যাপারী ও অমূল্য ভাণ্ডার। অনেক মহাত্মার আগমন অমূল্য, নির্যোন ও অমূল্য। তাঁহার প্রেম অমূল্য, অন্তর্নিবেশও অমূল্য; তাঁহার ধর্ম্ম অমূল্য দরবারও (বিচারও) অমূল্য। তাঁহার ওজন অমূল্য, প্রমাণ অমূল্য। তাঁহার পুরস্কার অমূল্য, চিহ্নও অমূল্য। তাঁহার অমূল্যধর্ম্ম, ফরমাস (হুকুম) অমূল্য। কর্ম্ম অমূল্য, তিনি অমূল্য, তাঁহার জিনিসও অমূল্য। তাঁহার অমূল্যত্বের বর্ণন করা যায় না। যে বর্ণন করিতে যায়, সে তাঁহার স্বরূপ হইয়া যায়। বেদ পুরাণ তাঁরই (সৎ পুরুষেরই) গুণ (মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা) বলিতেছেন।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র তাঁহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। গোপী হইতে গোবিন্দ পর্য্যন্ত সেই সৎ পুরুষেরই গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। মহাদেব ও সিদ্ধ পুরুষ সকল সেই সৎ পুরুষেরই ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি যে সকল বুদ্ধিমান্ লোকের সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাহাই বলিতেছেন। দেব ও দানব সকল সেই সৎ পুরুষেরই মহিমার ব্যাখ্যা করিতেছেন। কত লোক বলিয়াছেন, কত লোক বলিতেছেন ও কত বলিবেন এবং কত লোক ক্রমাগত (পর পর) বলিতে বলিতে যাইতেছেন। তাঁহার মহিমা প্রকাশকারক যত আছে, আর তত হইলেও তাহার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার যত ইচ্ছা আছে, ততই বড় হইতে পারেন।

নানক কহিতেছেন, তিনি যে কত সত্য স্বরূপ, তাহা তিনিই মাত্র

জানেন। যে মনুষ্য জোর পূর্ব্বক বলিবে যে আমি তাঁহার ভেদ পাইয়াছি, কি তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছি, সে গোয়ারের (মূর্খের) শিরোমণি।

সোদরু কেহা সোঘর কেহা জিতবহি সরব সমালে।
বাজে নাদ অনেক অসংখা কেতে বাবণ হারে॥
কেতে রাগ পরীসিঁউ কহী অনি কেতে গাবণ হারে।
গাবহিঁ তুহুনূপবণপাণীবৈ সন্তর গাবহি রাজা ধরমদুআরে॥
গাবহিঁ চিতুগুপতু লিখজাণহিঁ লিখ লিখ ধরমবীচারে।
গাবাহ ঈসর ব্রহ্মা দেবী সোহনি সদা সবারে॥
গাবহিঁ ইন্দ ইন্দাসণি বৈঠে দেবতিয়াঁ দর নালে।
গাবহিঁ সিধ সমাধী অন্দরি গাবনিসাধ বিচারে॥
গাবনি জতী সতী সন্তোখী গাবহিঁ বীর করারে।
গাবনি পণ্ডিত পঢ়নি ঋখীসর জুগ জুগ বেদাঁ নালে॥
গাবহিঁ মোহণিয়াঁ মনুমোহনি সুরগাঁ মছ পইআলে।
গাবনি রতন উপায়ে তেরে অঠসঠ তীরথ নালে॥
গাবহিঁ জোধ মহাবল সূরা গাবহিঁ খাণী চারে।
গাবহিঁ খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ডা করি করি রখেধারে॥
সেঈতুধনূ গাবহিঁ জো তুধুভাবনি রতেতেরেভগত রসালে।
হোরিকেতে গাবনিসেমৈচিত্তন আবনি নানককিয়া বীচারে॥
সোঈ সোঈ সদা সচ সাহিব সাচা সাচী নাঈ।
হৈ ভী হোসী জাই ন জাসী রচনা জিনিরচাঈ॥
রঙ্গীরঙ্গীভাতী করি করি জিনসী মায়াজিনি উপাঈ।
করি করি বৈখৈ কীতাআপণা জিবতি সদী বড়িআঈ॥
জো তিসু ভাবৈ সোঈ করসী হুকুম ন করণা জাঈ।
সো পাতসাহসাহাঁ পাতিসাহিব নানক রহণ রজাঈ॥২৭॥

সে দরজা ও সে ঘর কেমন, যেথানে বসিয়া তুমি সমস্ত জগৎকে শাসন করিতেছ? বাজা ও বাদক অসংখ্য আছে, অসংখ্য (পরীর সমান) রাগ, গান ও গায়ক আছে। পবন, অগ্নি, জল ও ধর্ম্মরাজ তোমার দরজায় গুণগান করিতেছেন। তোমার দরজায় বসিয়া চিত্রগুপ্ত জীবের পাপ পুণ্য ফল লিখিতেছেন। তোমার দরজায় মহাদেব, ব্রহ্মা, দেবী, তোমার গুণগান করিয়া শোভা পাইতেছেন। তোমার দরজায় ইন্দ্র, ইন্দ্রাসনে বসিয়া দেবতাগণের সঙ্গে তোমারই গুণগান করিতেছেন। তোমার দরজায় সিদ্ধগণ সমাধি ও সাধুগণ তোমার বিচার করিয়া তোমার গুণগান করিতেছেন। যতী, সতী, সন্তোষী, তীক্ষ্ণ (ভয়ানক) বীরগণ তোমারই গুণগান করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মুনিগণ যুগযুগান্তরে বেদের সঙ্গে তোমারই গুণগান করিতেছেন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে সুন্দরী (মনোমোহিনী) অপ্সরীগণ তোমারই গুণগান করিতেছেন। তোমার সৃজিত রত্নরাজী ৬৮ আটষট্টি তীর্থ, যোদ্ধা ও পরাক্রান্ত বীর, চারি খানি (অর্থাৎ অণ্ডজ, যোনীজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) প্রভৃতি যে সকল অনন্ত জীব জন্মিয়াছে, তাহারাও তোমার গুণগান করিতেছে।

খণ্ডমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার নিম্নে যাহা আছে, এ সকল তোমারই মহিমা গান করে। যাহার উপর তোমার ভাবনা (অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি) আছে, সেই তোমার গান করে। ইহার উপর আরও কত তোমার ভক্তগণ, তোমার প্রেমে ডুবিয়া কত যে তোমার গুণগান করিতেছেন, তাহা আমার লিখনীতে আসে না। যাহার কোন বিষয়েরই অন্ত নাই, নানক তাহার কি জানিবে?

সেই মালিক সত্য, তিনি একই সত্য, তাঁহারই নাম সত্য। তিনি আছেনও সত্য, হইবেনও সত্য। এই সব রচনা যিনি করিয়াছেন, তিনি অবিনশ্বর। নানারকমের ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট যত জিনিস আছে, সকলেরই সৃজনকর্ত্তা তিনি এবং এই সমস্ত কীর্ত্তি তিনি দৃষ্টি করিতেছেন। আর এই সমস্ত তাঁহারই প্রাধান্য সপ্রমাণ করিতেছে। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। তোমার উপর অন্য কেহ হুকুম করিতে পারে না। তিনি পাতসাহ, মহাপাতসাহ, পাতসাহেরও পাতসাহ।

হে নানক! তাঁহারই হুকুমে সর্ব্বদা থাকা উচিত। যোগীর পক্ষে বাহ্যিক ভেক সমস্তই ব্যর্থ। প্রকৃত কার্য্যের ভেক যাহা আছে, তাহা এই—

মুন্দা সন্তোখু সরমু পতি ঝোলী ধিয়ান কী করহি বিভূতি। খিন্থা কাল কুআরী কায়া জুগতি ডণ্ডা পরতীতি ॥ আঈ পন্থী সগল জমাতী মনি জীতে জগু জীতু। আদেস্থ তিসৈ আদেস্থ আদি অনীল অনাদি অনাহিতি জুগ জুগ একো-বেস্থ ॥ ২৮ ॥

যোগীর পক্ষে সন্তোষই তাহার কর্ণমুদ্রা। লজ্জা ও মান তাহার ঝুলী। ধ্যান তাহার বিভূতি। শরীরের পবিত্রতাই তাহার কন্থা। কায়াই তাহার যুক্তি। বিশ্বাসই তাহার ডণ্ডা (কোমরবন্ধ)। যে, সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত রাখিতে অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারে, সেই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠ। যে, মনকে জয় করিতে পারে, সেই পৃথিবীকে জয় করিতে পারে। আদেশ অর্থাৎ প্রণাম, তাঁহাকেই প্রণাম। তিনিই আদি, তিনিই চৈতন্ত স্বরূপ, তিনিই অনাদি, তিনিই অমর, তিনি যুগযুগান্তরে এক বেশেই আছেন।

ভুগতি জ্ঞান দয়া ভণ্ডারণি ঘটি ঘটি বাজহি নাদ। আপি নাথ নাথী সব জাকী রিধি সিধি অবরাঁ সাদ ॥ সংজোগু বিয়োগ দুইকার চলাবহিঁ লেখে আবহিঁ ভাগ। আদেস্থ তিসৈ আদেস্থ আদি অনীল অনাদি অনাহিতি জুগ জুগ একো বেস্থ ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানের ভিক্ষা (যাক্সা) করিয়া, দয়ার ডাণ্ডা করিয়া, সত্য নাম উচ্চারণের নাদ ঘটে (হৃদয়ে) বাঁধিয়া, নাথ (যোগী), সেই যিনি সংসারের ঋদ্ধি, সিদ্ধি, ও অন্যান্য সমস্ত রাস স্বরূপ নেখে অর্থাৎ নাসাছিদ্র দ্বারা রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর সংযোগ, বিয়োগ অর্থাৎ সত্যের প্রাপ্তি, অসত্যের নাশ প্রভৃতি কাজ চালাইবার জন্য সেবক করিয়া রাখিয়াছেন। আদেশ অর্থাৎ প্রণাম, তাঁহাকেই প্রণাম। তিনি আদি, তিনিই চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই অনাদি, তিনিই অমর, তিনি যুগযুগান্তরে এক বেশেই আছেন।

একা মাঈ জুগতি বিআই তিন চেলে পরবাণ। ইকু সংসারী ইকু ভণ্ডারী ইকু লায়ে দীবাণ ॥ জিব তিস্থ ভাবৈ

তিবৈ চলাবৈ জিব হোবৈ ফুরমাণ। উহু বেখৈ উনা নদরি ন আবৈ বহুতা এহু বিডাণ॥ আদেস্থ তিসে আদেস্থ আদি অনীল অনাদি অনাহিত জুগ জুগ একো বেস্থ॥ ৩০॥

এক মায়ার দ্বারা তিনি তিন প্রসিদ্ধ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। একজন সংসারী (ব্রহ্মা), একজন ভাণ্ডারী (বিষ্ণু পালনকর্ত্তা), এক দেওয়ান অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা (মহাদেব)। তোমার যেমন ইচ্ছা ও আজ্ঞা তাঁহারা সেইরূপই চালান; তিনি সকলকেই দর্শন করিতেছেন, কিন্তু অন্য কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আদেশ অর্থাৎ প্রণাম, তাঁহাকেই প্রণাম। তিনিই আদি, তিনিই চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই অনাদি, তিনিই অমর, তিনি যুগযুগান্তরে এক বেশেই আছেন।

আসণু লোই লোই ভণ্ডার। জো কিছু পায়া সো একাবার॥ করি করি বেখৈ সিরজণহার। নানক সচ্চে কী সচ্চীকার॥ আদেস্থ তিসে আদেস্থ আদি অনীল অনাদি অনাহিত জুগু জুগু একো বেস্থ॥ ৩১॥

যত লোক (ভূবন) আছে, সে সকলই তাঁহার আসন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্রই আছেন ও সমস্ত স্থানেই তাঁহার ভাণ্ডার আছে, যাহা কিছু তিনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা একেবারেই করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি করিয়া করিয়া নিজেই সৃষ্টি দেখিতেছেন।

হে নানক! তিনি সত্য, তাঁহার কার্য্য সত্য, আদেশ অর্থাৎ প্রণাম, তাঁহাকেই প্রণাম। তিনিই আদি, তিনিই চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই অনাদি, তিনিই অমর, তিনিই যুগযুগান্তরে এক বেশ আছেন।

ইক দূ জীভোঁ লখ হোহি লখ হোবহি লখ বীস।
লখু লখু গেড়া আখীঅহি এক নামু জগদীস॥
এতু রাহি পতি পৌড়িয়া চড়িয়ে হোই ইকীস।

সুনি গল্লাঁ আকাস কী কীটাঁ আঙ্গী রীস ॥
নানক নদরী পাইয়ে কূড়ী কূড়ৈ টীস ॥ ৩২ ॥

এক জিহ্বা আছে, এ যদি একলক্ষ হয়, আর এই একলক্ষ হইতে বিশ-লক্ষ গুণ হয় এবং প্রত্যেক জিহ্বায় যদি বিশলক্ষবার তাঁহার নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার কোন হেতু বাহির হয় না। অর্থাৎ যখন সত্য ও অসত্য পথের বিবেক হইবে, তথনই ঈশ ভাবের প্রাপ্তি হইবে ও অদ্বৈত ব্রহ্মকে চিনিতে পারিবে। না হইলে আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী দেখিলে যেমন পতঙ্গের হিংসা হয়, সেইরূপ জ্ঞানহীনের হইয়া থাকে। হে নানক! তাঁহার নজর পড়িলেই অর্থাৎ কৃপা দৃষ্টি হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। আর যে একাগ্রচিত্তে নাম উচ্চারণ করে না অর্থাৎ যাহার মধ্যে ভণ্ডামী আছে, সে পরমেশ্বর হইতে অনেক দূর থাকে।

আখণি জোরু চুপৈ নহি জোরু। জোরু ন মঙ্গণি দেণি ন জোরু ॥ জোরু ন জীবণি মরণি ন জোরু। জোরু ন রাজি মালি মনি সোরু। জোরু ন স্থরতী জ্ঞান বীচারু ॥ জোরু ন জুগতী ছুটৈ সংসারু। জিস্থ হথি জোরু করি বেখৈ সোই ॥ নানক উত্তম নীচু ন কোই ॥ ৩৩ ॥

ঈশ্বরের ক্ষমতার বর্ণনা, জোর ও মৌনব্রত দ্বারা হইতে পারে না। বল-পূর্ব্বক কিছু লইতেও পারে না ও দিতেও পারে না, যাহা কিছু পায়, কেবল তাঁহারই কৃপার দ্বারা। জোরপূর্ব্বক জীবিত থাকিতে পারে না ও মরিতেও পারে না অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু তাঁহারই নিয়মের অধীন। বলপূর্ব্বক রাজত্ব, ধন ও ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, খেয়াল, শুর্ত্তি, জ্ঞান, বিচার, মুক্তি ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে না। যত জোর আছে, তাঁহারই আছে। হে নানক! তাঁহার যাহা কিছু আছে, সবই উত্তম।

রাতী রুতী থিতী বার। পবণ পাণী অগনী পাতাল ॥ তিস্থ বিচ ধরতী থাপি রখী ধরমসাল ॥ তিস্থবিচ জীয় জুগতি

কে রঙ্গ। তিন কে নাম অনেক অনন্ত ॥ করমী করমী হোই বীচার। সচ্চা আপি সচ্চা দরবার ॥ তিথৈ সোহনি পঞ্চ পরবাণু। নদরী করম পবৈ নীসাণু ॥ কচ পকাঈ উথৈ পাই। নানক গইয়া জাপৈ জাই ॥ ৩৪ ॥

রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, জল, অগ্নি, পাতাল, তার মধ্যে পৃথিবীকে ধর্ম্মশালারূপ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেক অনন্ত প্রকারের জীব সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের কার্য্যানুযায়ী বিচার হয়। তিনি সত্য, তাঁহার দরবারও সত্য, সেথানে পঞ্চ প্রমাণ শোভা পায়। নিজের ভাল কার্য্য ও তাঁহার দৃষ্টি থাকিলেই তাঁহার নজরে পড়া যায়। কাঁচা ও পাকা (মন্দ ও ভাল) ঐ খানেই পাওয়া যায়।

হে নানক! যখন তাঁহার সম্মুখীন হইবে, তখনই জানিতে পারিবে। শাস্ত্রে তিন বিভাগ আছে, ধর্ম্মখণ্ড, কর্ম্মখণ্ড ও জ্ঞানখণ্ড। ধর্ম্মখণ্ডের পৃথিবী ধর্ম্মশালা অর্থাৎ উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে (৩৪ স্তবক), তাহা ধর্ম্মখণ্ডের কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানখণ্ডের কার্য্য এই গুলি আছে। যথা—

ধরম খণ্ড কা যেহো ধরমু। জ্ঞান খণ্ড কা আখহু করমু ॥ কেতে পবণ পাণী বৈসন্তর, কেতে কান মহেস। কেতে ব্রহ্মে ঘাড়তি ঘড়িঅহিঁ, রূপ রঙ্গ কে বেস ॥ কেতিয়াঁ করম ভূমি মের কেতে, কেতে ধু উপদেস। কেতে ইন্দ চন্দ সুর কেতে, কেতে মণ্ডল দেস ॥ কেতে সিদ্ধ বুধ নাথ কেতে, কেতে দেবী বেস। কেতে দেব দানব মুনি কেতে, কেতে রতন সমুন্দ ॥ কেতিয়াঁ খাণী কেতিয়াঁ বাণী, কেতে পাত নরিন্দ। কেতিয়াঁ সুরতী সেবক কেতে, নানক অন্তু ন অন্তু ॥ ৩৫ ॥

কত পবন, জল, অগ্নি, কত কৃষ্ণ, কত মহেশ, কত ব্রহ্মা প্রভৃতি রূপ ও রং ভেদে গড়িতেছেন। অসংখ্য কর্ম্মভূমি আছে, কত পাহাড়, কত ধ্রুব উপদেশ আছে, যাহাতে ঈশ্বরের চামৎকারী আছে। কত ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কত মণ্ডলী

(পৃথিবী) কত সিদ্ধ, বুদ্ধ, নাথ, কত দেবীর বেশ ; কত দেব, দানব, মুনি, কত রত্নের সমুদ্র, কত খান (সোণা ও চাঁদির বাট), কত বাণী, কত পাতসা, নরেন্দ্র, কত স্মৃতির (বেদের) উপাসক আছে। হে নানক! তার অন্ত নাই, অন্ত নাই।

জ্ঞান খণ্ড মহি জ্ঞান পরচণ্ড। তিথৈ নাদ বিনোদ কোড অনন্দ॥ সরম খণ্ড কী বাণী রূপ। তিথৈ ঘাড়তি ঘড়ীয়ে বহুত অনূপ॥ তাকিয়াঁ গল্লাঁ কথিয়াঁ ন জাহিঁ। জে কো কহৈ পিছৈ পছুতাই॥ তিথৈ ঘড়িয়ে সুরতিমতি মনিবুধি। তিথৈ ঘড়িয়ে সুরাঁ সিদ্ধাঁ কী সুদ্ধি॥ ৩৬॥

জ্ঞানখণ্ডে জ্ঞানেরই প্রবর্ত্তনা ; সেখানে নাদ (শব্দ), বিনোদ ও কোটী আনন্দ আছে। শরমখণ্ডের বাণী সৌন্দর্য্য, সেখানে এমন সকল আশ্চর্য্য সুন্দর জিনিস সৃজিত হইতেছে, যাহার উপমা নাই, তাহার বর্ণন কেহ করিতে পারে না, যদি করে তাহাতে মনের ক্ষোভ (আপুসস) ও লজ্জা হয়। সেখানে চেহারা, মতি, মন, আর বুদ্ধির গড়ন হয়। সুর ও সিদ্ধির সুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হয়।

করম খণ্ড কী বাণী জোরু। তিথৈ হোরু ন কোঈ হোরু॥ তিথৈ জোধ মহা বল সূর। তিন মহিঁ রাম রহিয়া ভর পূর॥ তিথৈ সীতাঁ সীতা মহিমাঁ মাহিঁ। তাকে রূপ ন কথনে জাহিঁ॥ না উহি মরহিঁ ন ঠাগে জাহিঁ। জিনকে রাম বসহি মন মাহিঁ॥ তিথৈ ভগত বসহি কে লোই। করহি অনন্দু সচা মনি সোই॥ সচ খণ্ড বসৈ নিরঙ্কারু। করি করি বেখৈ নদরি নিহাল॥ তিথৈ খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড। জেকো কথৈ ত অন্ত ন অন্ত॥ তিথৈ লোয় লোয় আকারু। জিব জিব হুকমু তিবৈ তিব কারু॥ বেখৈ বিগসৈ করি বীচারু। নানক কথনা করণা সারু॥ ৩৭॥

কর্মখণ্ডের বাণী জোর অর্থাৎ তাঁহার উপর জোর, সেখানে শক্তি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেখানে যোদ্ধা ও মহাবল সুর আছে, তাহাদেরই মধ্যে ঈশ্বর ব্যাপিত আছেন। সেই স্থানে শান্তির (শীতল হইতেও শীতল) মত মহিমা আছে; ঈশ্বরানুগ্রহে সকলেই শান্তির স্বরূপ হইয়াছে। তাহাদের সৌন্দর্য্য বর্ণন করা যায় না। যাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই ঈশ্বর আছেন, তাঁর মরণ নাই, তাঁর পতন নাই; সেখানে অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহার মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহারা সত্য মনে আনন্দ করিতেছেন। সত্যখণ্ডে নিরঙ্কার বাস করেন, তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়া আবার তাহাদিগকে দেখিতেছেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে সব নেহাল অর্থাৎ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সেখানে খণ্ড (নয়খণ্ড) মণ্ডল, ব্রহ্মাণ্ড এত আছে, যদি কেহ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার অন্ত পাইবে না। লোকের পর লোক, আকারের পর আকার, যাহাকে যেমন আদেশ করিতেছেন, সে তদ্রূপই চলিতেছে। তিনি দেখিতে-ছেন, তিনিই আনন্দিত হইতেছেন, তিনিই বিচার করিতেছেন। হে নানক! তাঁহার বর্ণন বড়ই কঠিন।

জত পহারা ধীরজ সুনিয়ারু। অহিরণ মতি বেদু হথি-য়ারু॥ ভউ খল্লাঁ অগনি তপ তাউ। ভাণ্ডা ভাউ অমৃতু তিতু ঢাল॥ ঘড়িয়ে সবদু সচ্চী টকসাল। জিন কউ নদরি করমু তিনকার॥ নানক নদরী নদরি নিহাল॥ ৩৮॥

জিতেন্দ্রিয়তা (যতীতা) স্বর্ণদোকান, ধীরতা সোণার (বণিক), মতি (বুদ্ধি), অহিরণ (নেহাই), বেদ (হাতুড়ী), ভয় (হাফর), তপস্যার তাপ অগ্নি, প্রেম মুছি, সাঁচে অমৃত ঢলিয়া ঐ টাক্‌শালে "সত্য" শব্দটী প্রস্তুত কর। যাহার উপরে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আছে, তাহার দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। হে নানক! তাঁহারই নজরে লোক নেহাল (পূর্ণ) হয়।

শ্লোক।

পবণ গুরু পাণী পিতা মাতা ধরতি মহতু।
দিবসু রাতি দুইদাঈ দায়া খেলৈ সগল জগতু॥

চঙ্গিয়াইয়াঁ বুরিআইয়াঁ বাচৈ ধরম হদূরি।
করমী আপো আপণী কে নেড়ৈ কে দূরি ॥
জিনী নামু ধিয়াইয়াঁ গয়ে মসকতি ঘালি।
নানক তে মুখ উজলে কেতী ছুটী নালি ॥ ৩৯ ॥

পবন গুরু, জল পিতা, মহৎ ধৈরিত্রী মাতা এবং দিবা ও রাত্রি, দুই চাকর ও চাকরাণী; যাহার কোলেতে সকল সৃষ্টি খেলিতেছে। ধর্ম্মরাজ সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্য দুই দেখিতেছেন। নিজের কর্ম্ম নিজেরই সঙ্গে। কাহারও শীঘ্র, কাহারও বা বিলম্বে সিদ্ধ হয়। যাহারা তাঁর নামের আরাধনা করে, তাহারা যখন এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহাদের সব কষ্ট কেটে যায়। হে নানক! সেই উজ্জ্বল পুরুষের দ্বারা আরও কত কত মনুষ্য এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

জপজিসাহেব—বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। শিখভ্রাতা ও এই ধর্ম্মের প্রেমিকদিগের নিকট সানুনয়ে নিবেদন এই—৵১০ অর্দ্ধ আনার টিকিট নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ প্রেরিত হইবে। অলমিতি।

সন ১৩০৭ সাল ; ৮ই চৈত্র

শ্রীলালবিহারী সিংহ ক্ষেত্রী, জেলার সাকিম মহল্লা যোগসর ছুটীসঙ্গত, জেলা ভাগলপুর। হাঃ সাং বহরমপুর, পোঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।